দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...FEB. 28.1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৩.....

বাগেরহাটে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নানা অনিয়ম ও অব্যবস্থা

বাগেরহাট সংবাদদাতা ॥ বাগেরহাট প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নানা অনিয়ম ও অব্যবস্থার অভিযোগ রহিয়াছে। এ হ্যাপারে অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন। এই জেলায় শিক্ষা কর্মসূচীর অধীনে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামে বরাদ্দকৃত গম লইয়া নানা কারচুপি চলিতেছে। প্রকাশ, ওজনে কম দিয়া এবং অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর নামে খাতাপত্রে গম বিতরণ দেখাইয়া আত্মসাতের কারবার চালান হয়।

জেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬০২টি, রেজিষ্টার ৪৮৪টি, কমিউনিটি ৩২টি, স্যাটেলাইটে ৩২টি মোট ১,১৫০টি বিদ্যালয় রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ২৮টি প্রধান শিক্ষকের পদ এবং ১২৭টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য। সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার পদও দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য। চিলমারী, মোংলা ও রামপাল থানা শিক্ষা অফিসারের পদও শূন্য। মোরেলগঞ্জে ২জন রামপালে ১জন,

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

বাগেরহাটে

(৩য় পৃঃ পর)

সদর থানায় ১ জন ও মোল্লাহাট থানায়ও ১ জন সহকারী শিক্ষা অফিসার নাই। বিশেষ করিয়া শিক্ষকদের পদগুলি শূন্য থাকায় লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। কোন কোন স্কুলে অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী থাকায় ২ শিফটে ক্লাস চলে। শতাধিক স্কুলে শিক্ষকের স্বল্পতা ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীসহ শিক্ষকদের দুর্ভোগ পোহাইতে হয় এদিকে কতিপয় শিক্ষক নিজস্ব ব্যবসা নিয়া ব্যস্ত থাকেন। তাহারা নিয়মিত পড়াইতে বা ক্লাস নিতে পারেন না। এই শিক্ষকরাও নিয়মিতভাবে বেতন গ্রহণ করিতেছেন। তাহারা বছরের পর বছর একই স্কুলে কাটাইতেছেন।